কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 ...

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে হাইকোর্টের রুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) কেন আইনগতভাবে অকার্যকর ঘোষণা করা হবে না এবং ২০১৬ সাল থেকে পিএসসি পরীক্ষা বন্ধে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না তা জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।

পিএসপি পরীক্ষা বাতিল চেয়ে করা একটি রিট আবেদনের ওপর শুনানি শেষে এ রুল জারি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ জনস্বার্থে রিট আবেদনটি দায়ের করেন। এর আগে তিনি সরকারের ওই তিন বিভাগকে পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করতে উকিল নোটিশ পাঠান। নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি রিট আবেদন করেন বলে কালের কণ্ঠকে জানান।

রিট আবেদনে বলা হয়, ২০০৯ সাল থেকে দেশে পিএসসি পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে নেওয়ার প্রচলন হয়। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে না পারলে কোনো শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারে না। অথচ সংবিধানে গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু পিএসসি পরীক্ষা প্রচলনের জন্য পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে এবং তাদের আর শিক্ষালাভ হয় না। সুতরাং পিএসপি পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি সংবিধানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।

রিট আবেদনে আরো বলা হয়েছে, পৃথিবীর কোথাও পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষা পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে নেওয়া হয় না। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশে এমন ব্যবস্থার প্রচলন নেই বলে রিটে দাবি করা হয়। আবেদনে আরো বলা হয়, বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষা আইন রয়েছে। ওই সব আইনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষাকে পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। সংবিধানের ৩৪(১) অনুচ্ছেদ মতে, আইনানুযায়ী ব্যতীত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কাজেই পিএসপি পরীক্ষার আইন না থাকায় শুধু সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া বেআইনি।